

নতুন ইংরেজি সাল ২০১১-এ পা দিয়ে বর্তমান মহাজোট সরকার তার দুই বছরের শাসনকাল পূরণ করলো। গলমখামে বর্তমান সরকারের এই দুই বছর কেমন কাটলো, এর নানাখর্ষী পর্যালোচনা-আলোচনা-সমালোচনা বিভিন্ন সংশ্লিষ্টকে চলছে। সর্বাঙ্গিক রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে বিশ্লেষণই চলছে বেশি। কিন্তু এ সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে অন্যতম একটি প্রতিশ্রুতি ছিল দেশের মধ্যমকোষ তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ উপহার দেয়া, যা আনুমানিক হচ্ছে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নামে। ২০১১ সালে শ্রীনি বাংলাদেশের তার ৫০ বছর পূর্তি উৎসব পালন করবে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হবে এক তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে। এটাই ছিল বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বেশি আলোচিত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। সরকার ক্ষমতায় বসে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার বিষয়টিকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পর্যায়ে তুলে আনেন। মুখে মুখে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কথাটি চলতে শুরু করে। সরকার সমর্থকেরা যেমনি এর মতো শেষে হসিনার নেতৃত্বাধীন জেটি সরকারের নির্বাচনী সাফল্যের উপাদান যুঁজে পায়, যেমনি সরকারবিरोধীরা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নিয়ে নেতিবাচক সমালোচনার উপাদান যুঁজে পায়। সরকার পক্ষ অথবা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-কে একটা ব্রান্ড হিসেবে নিয়ে এক্ষেত্রে নানা উপায়ে আয়োজন নিতে শুরু করে। তৈরি করে 'বিশ্বন ২০২১' অথবা 'রণকল্প ২০২১'। লোকটা কথায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার কর্মকাণ্ড। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে মহাজোট সরকারের এই দুই বছরে কেমন চলছে প্রত্যক্ষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কর্মকাণ্ড।

যদি সরকারকে প্রশ্ন করা হবে, এই দুই বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কী কী সাফল্য অর্জিত হয়েছে? তখন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হবে পুঁজির নানা পদক্ষেপ ও অর্জিত নানা সাফল্যের কথা। এই পদক্ষেপের ও অর্জিত সাফল্যের আলিলা যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ করার একটা প্রয়াসও থাকবে। অর্জিত সাফল্য তুলে ধরে কিংবা বলা হবে। ২০০৯ সালে জাতীয় আইসিটি শীটমাল্লা ২০০৯ প্রায়ণ করা হয়েছে; আইসিটি আইন সংশোধন করা হয়েছে; ডিজিটাল আধার চালু করার জন্য ২০১০ সালে 'তথ্যপ্রযুক্তি (সার্ভিসেস) প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ' বিবিমালা ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে; প্রাথমিকভাবে ৫টি প্রতিষ্ঠানকে সিএ লাইসেন্স দেয়া হয়েছে; সরকার হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অফিস স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে; বিসিপি অথবা বাংলাদেশ কর্মসিটির কাউন্সিল গঠনকল্প মন্ত্রণালয়/অধিদফতর/বিভাগ এবং আইসিটি ইনকিউবেটরে ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণ করেছে; ২০০৯-১০ অর্থবছরে আইসিটি বিষয়ে ৩১০ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ৭২ জনকে ওয়েবসাইট প্রকাশনাক্ষেত্রের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; বিসিপি'র

অনলাইন হেডওফে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে; নাগরিকদের জন্য আইসিটি সেবা সম্প্রসারণ করা হয়েছে; ৬৪ জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আইসিটি উপকরণসহ ল্যান স্থাপন করা হয়েছে; ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৪৭টি উপজেলায় ই-সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে; ২০১১ অর্থবছরে ১৫৩টি বিদ্যুৎবিহীন ইউনিয়ন ই-সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে; ৫০ মন্ত্রণালয়ে ও সরকারি প... তি... ১... ১... ১... উ... কেশ্রী... বিসিপি... তে... হোস্ট... করা হয়েছে; সরকারি পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধা বাড়ানোর জন্য ৪ এমবিপিএস

সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে দেশ-বিদেশে। দক্ষ করলে দেখা যাবে, এবার যেসব সাফল্যের কথা বলা হলো, তাদের শুধু আইসিটি সেবার সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে তৎপরতা ছাড়া সামগ্রিক আইসিটি অথবা জব্বা ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য যোগ্যজনীয় ব্যবস্থা ও উদ্যোগ এবং আইসিটি বাতে জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার তেমন কোনো উদ্যোগে অথবা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অর্জিত সাফল্য তুলিবার অনুপস্থিতি। যদি বলি আইসিটি উন্নয়নে গবেষণা



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ডিজিটাল বাংলাদেশের দুই বছর

গোলাপ মুনীর

ব্যক্তিগত ১৬ এমবিপিএস-এ উন্নীত করা হয়েছে; আইপি আক্রেস সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে; বিসিপি-তে জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে; পাঞ্জীপুরের কালিয়াকরে হাইটেক পার্কের মৌলিক অবকাঠামোর সম্প্রসারণ করা হয়েছে; মহাবাণীসহ দেশের সব বিদ্যুৎ এনালিটি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে; দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রচাই-ফাই জেলা স্থাপন করা হয়েছে; ২০০৯-১০ অর্থবছর বিসিপি ২১ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের সাইবার সেন্টার গড়ে তুলেছে; ২০০৯-১০ অর্থবছরে বিসিপি-তে বিভিন্ন কর্মসিটির মাধ্যমে ১৬১০টি শিক্ষাজরাজিনে কর্মসিটির লাব স্থাপন করা হয়েছে; ২০১০-১১ অর্থবছরে তা করা হয়েছে ১৯২টি স্কুলে ১০৮ জন শিক্ষককে কর্মসিটির প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; ১৬১০টি শিক্ষাজরাজিনে প্রশিক্ষণ কর্মসিটির লাব সূত্রভাবে পরিচালনার জন্য কর্মসিটির ট্রেনলশীপ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে; বিসিপি'র বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ৬৪ জেলায় গড়ে তোলা ১৯২টি কর্মসিটির লাব ব্যবহার করে শিক্ষকশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ নেয়া হয়েছে; দুই হাজারেরও বেশি ইন্টার হার্মটিক দেশীয় আইসিটি কোম্পানিতে ইন্টারনিশনের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে; ৩০ জন ২০১০-এ বাংলাদেশ ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যপদ অর্জন করে; BIDS 152০; ২০০০ ইউনিকোড ৬-ভিত্তিক বিকল্প অক্ষরভুক্ত করা হয়েছে; প্রাকৃতিক কী-প্যাড বাংলাদেশ মন হিসেবে ঘোষণার জন্য বিএসটিআই-এ পাঠানো হয়েছে ও সফলতরতমূলক ওয়ার্কশপ/

কর্মসিটির কী হলো এই দুই বছরে? তখন লা-জবান। যদিও সরকারপক্ষ জিবি ডকিবে বলা গেলে একটা জবাব দেয়ার চেষ্টা করে, তবে হয়তো বলা হবে: বাংলা স্টেপ চেকার উন্নয়ন, টেক্সট টু স্পিচ, স্পিচ টু টেক্সট সফটওয়্যার উন্নয়ন এবং বাংলা ওয়ার্ড সার্টিং সফটওয়্যার উন্নয়ন ইত্যাদি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্মসিটি হাতে নেয়া হয়েছে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, আইসিটি বাতে কি আর কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে আমরা গবেষণা কার্যক্রম চালাতে পারি? আসলে তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে গবেষণা যে অন্যতম দুই কাজ, সে উপলব্ধি আমাদের কম। সেকেন্দারী মুখ্য বছরের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কার্যক্রম এই গবেষণার অস্তিত্ব যুঁজে পাওয়া যায় না। সেই সাথে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার অপরিহার্য কারিগর তথা দক্ষ আইসিটি মানবসম্পদ উন্নয়নকে পারি? আসলে উলোপ-আড়োজনের নেই কর্মসিটি পর্যায়ে। শুধু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসিটির চালানো, ইন্টারনেট ব্যবহার ও ওয়েবসাইট তৈরি ও রপ্যোর্টিংক্সের প্রশিক্ষণ নিয়ে এবং সীমিতসংখ্যক ইন্টারনিশ কর্মসিটির মাধ্যমে আইসিটি মানবসম্পদ তৈরির কাজে আমরা ব্যর্থ। কিন্তু কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে জেরদার শিক্ষা কর্মসিটির ব্যবহারের মাধ্যমে জারিকের একটি দক্ষ আইসিটি মানবসম্পদ উপহার দেয়ার তেমন কোনো সাফল্য নেই। দিন দিন তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাতে ছাত্রাভর্তি কেনো কমে যাচ্ছে, কেনো এই নেতিবাচক প্রবণতা, এই নেতিবাচক প্রবণতা কিভাবে চেকানো যায়? ▶

সৈনিক আমাদের লক্ষ্য নেই।

সুবেহ কথা, সরকার তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ায় আশ্রিত। কিন্তু তুল দর্শন মাধ্যম নিয়ে সেই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়া কি সম্ভব কখনই তা সন্দেহ নয়। সঠিক দর্শন নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ায় এগিয়ে যেতে হলে জানতে হবে- প্রযুক্তি কী, আর প্রযুক্তি কী নয়। জানতে হবে- বিজ্ঞান কী, আর বিজ্ঞান কী নয়। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রেক্ষাপট ইচ্ছে থাকলেও সঠিক দর্শন আর দুরূহটি নিয়ে আমাদের বলা উচিত ছিল 'চাই বিজ্ঞানসমৃদ্ধ বাংলাদেশ'। তাহলে দেখা যেতো 'বিজ্ঞানসমৃদ্ধ বাংলাদেশ' পাওয়ার পাশাপাশি আমরা পেয়ে যেতোম আমাদের কৃত্তিক 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি থাকলে আমাদেরকে এ সত্য মনেতেই হবে। সেজন্যই বলছি জানতে হবে। বিজ্ঞান কী, বিজ্ঞান কী নয়, প্রযুক্তি কি, প্রযুক্তি কী নয়।

বিজ্ঞান হচ্ছে সৌচ বিশ্বের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও প্রতিফলন। পৃথিবীনা কিংবা উপলব্ধির পর্যবেক্ষণিক ব্যাখ্যা তুলে ধরে, এ ব্যাখ্যা সর্বজনস্বীকৃত হয়েই তা বিজ্ঞান। তৎকালের সাথে মাধ্যম রাখতে হবে। বিজ্ঞান প্রযুক্তি নয়-স্বায়েই ইঞ্জিনিয়ারিং-ইঞ্জিনিয়ারিং'। আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে একসাথে চলিয়ে ফেলি। ফলে বিজ্ঞান তার স্বর্গীয় তৎকৃত্তিক আমাদের কাছ থেকে পায় না। বিজ্ঞানকে পাশে ঠেলে শুধু প্রযুক্তি নিয়ে আমরা মতামত দিই। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, বিজ্ঞান কোনো পণ্য তৈরি করে না। একটা মাইক্রোওভেন উদ্ভাবনের জন্য গবেষণায় জন্মটুকু বিজ্ঞান আমাদের জন্মিয়ে দেয়, কিন্তু মাইক্রোওভেন তৈরির কাজ বিজ্ঞানী নয়। বিজ্ঞানীর জ্ঞানভান করে। স্বকীয়শীলীরা ও প্রযুক্তিবিশেয়া সে জ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করেন প্রযুক্তিপণ্য, যার বাসায়িক মূল্য আছে। সেজন্যই বলা হয়: Technology is the commercial extension of science'- প্রযুক্তি হচ্ছে বিজ্ঞানের বিনিময়িক সম্প্রসারণ। তাহলে আমরা দেখবাম, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি এক নয়। বিজ্ঞান জন্ম দিতে পারে প্রযুক্তি, কিন্তু প্রযুক্তি জন্ম দিতে পারে না বিজ্ঞানের। প্রযুক্তি জন্ম দেয় প্রযুক্তিপণ্যের। বিজ্ঞান হাতু প্রযুক্তি অচল, প্রযুক্তি হাতু বিজ্ঞান অচল নয়। বিজ্ঞান বিকশিত হলে এর উপজাত হিসেবে প্রযুক্তিই বিকাশ ঘটবে, পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে আমাদের কৃত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ'। অতএব বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে, বিজ্ঞানসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তোমার কথা বাদ দিয়ে কখনই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। অথচ এ সত্যের বিপরীতে মঁড়িয়ে তুল দর্শনকে অবলম্বন করে শুধু প্রযুক্তিকে বিকশিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চাইছি। মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান হচ্ছে প্রযুক্তি তার সঙ্গী।

বিজ্ঞান সম্পর্কে দার্শনিক বটিন্দামনা একটা মূল্যবান কথা বলে গেছেন। সে কথাটি আমাদের তৎকালের সাথে মনে রাখতে হবে। তিনি বলেছেন, 'দর্শন যখন পথ হারায়, বিজ্ঞান তখন

পথ দেখায়। আর বিজ্ঞান যখন পথ হারায়, দর্শন তখন পথ দেখায়'। তাই নানা মত, নানা পথ আর নানা দর্শনের ঠোঁটোলেতে জটিল বহন আজ দিশেহারা, তখন উন্নয়নের হতিয়ার করণ্ড হবে আমাদের বিজ্ঞানহীন। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার হতিয়ারও এ বিজ্ঞানই। একথা যেমো আমরা তুলে না যাই।

সেজন্যই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ায় আমরা যারা আশ্রিতক প্রয়াসী, তাদের প্রযুক্তিক গবেষণায় যেমন মনোযোগী হতে হবে, তেমনই তার চেয়েও শক্তক বেশি মনোযোগী হতে হবে বিজ্ঞান গবেষণায়। বিজ্ঞান গবেষণায় বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে শক্তক। অন্যান্য দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় 'জিডিপি'র কত অংশ ব্যয় করছে সে বিষয়টি মাধ্যম রাখতে হবে। গবেষণায় সুযোগ বাড়ালে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আবিষ্কার উদ্ভাবনে সক্ষম্য পাবো। যেমন্টি আমাদের বিজ্ঞানীরাই আবিষ্কার করতে পেরেলে পাটের জিনোম সিকুয়েন্স, কৃত্রিম কৃত্তিম। তখন আমরা আর শুধু প্রযুক্তির ভেতর হয়ে থাকবো না, অন্য়ের প্রযুক্তি কিনে কিনে ফুটব হবো না। নিজেরের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি নিজেরাই ব্যবহার করব। ফুটব বাইরের প্রযুক্তি ব্যবহারের সৈন্য। হাজার মুরোয়ী ২০২১ সালের আগেই পাব ডিজিটাল বাংলাদেশ'। একথা গবেষণা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' স্ে-শানের পাশাপাশি 'বিজ্ঞানসমৃদ্ধ বাংলাদেশ' নামের স্ে-শানটিও তৎকালে ধরুন।

আমরা যদি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' আর 'বিজ্ঞানসমৃদ্ধ বাংলাদেশ' স্ে-শানকে সমন্বয়রূপে চলিয়ে না চলি, তবে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার ক্ষেত্রে গবেষণায় দক্ষ মনবসম্পদ কখনই গড়ে তুলতে পারব না। দক্ষ মনবসম্পদ না থাকলে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার ঠান্ডিক আমরা পাব কেমনায় সে জন্য দক্ষ মনবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান নেতিবাচক প্রবণতার অবশ্য ঘটনো আমাদের জন্য আবিষ্কারমূলক করণীয় হতে মঁড়িয়েছে। অন্য সবে মতো এক্ষেত্রে বিদ্যমান বড় মাপের একটা নেতিবাচক প্রবণতা হচ্ছে বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়া। সম্প্রতি একটা জাতীয় সৈনিকের ববরে বিজ্ঞান শিকার্য শিছুটানের আছাতী প্রবণতার একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যারা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' অভিধার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হোলার শ্বু সৈন্য, কিংবা দেশকে নিয়ে শ্বু সৈন্য, বার বার শ্বুগুতদের পিণ্ড যাদের শ্বু দেবা যেমো সেই, তাদের নিগুতগতই ববরটি উন্মূ করবে। ববরটি শিরোনাম ছিল-ববিজ্ঞা শিক্ষার সিকে ষুকছে শিক্ষার্থীরা; বিজ্ঞান শিছিয়ে। ববরটিতে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আর্থ হরিণে ফেলতে এদেশের শিক্ষার্থীরা। পরিবারের শঙ্ক থেকেও এখন আর বিজ্ঞান পড়তে আছাতী করে তেলো হত না। ফলে এ শিক্ষার এক বয়নের সঙ্কট শিছু হয়েছে। এই যদি হয় অশ্বুগু, তবে এ সঙ্কটের অবশ্য না ঘটতে কী করে সত্তর হবে আমাদের কৃত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ পাওয়া? কেমনায় পাবো আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার

জন্য গবেষণায় দক্ষ প্রযুক্তিমুখ জনবল? রিপোর্টিটেতে এ সঙ্কটের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের তুলনায় বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের চাকরি সুযোগ কম, চাকরি পাওয়া কঠিন। অপরদিকে ববিজ্ঞা বিভাগে চাকরি সুযোগ বেশি, তাই সে বিভাগে ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। চাকরি বাজারে এখন কলর এমবিএ আর বিবিএ ডিগ্রিধারীদের।

রিপোর্টিটেতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যানের ববরত দিয়ে জানানো হয়েছে, ৩১ ও ববরে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী কমেছে ৩১ শতাংশ ৬৩ শতাংশ। অপরদিকে বাংলাদেশ শিক্ষা তথা ও পরিংখ্যান হুরার (বালবেইস) দেয়া পরিসংখ্যানমতে, শত এক দশকে এসেলেসি পর্যন্তে ববসায় শিক্ষার শিক্ষার্থী বেড়েছে ১৮ শতাংশ। এ সময়ে বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার্থী কমেছে ১১ শতাংশ।

সারকথা

তাহলে সারকথা যা মঁড়ায় তা হলে :

০১. ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে সঠিক দর্শন নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, যা এখন পর্যন্ত পুরোপুরি অনুপস্থিত।
০২. সেই সঠিক দর্শনটি হচ্ছে বিজ্ঞানকে ফাটকট দিয়ে বিজ্ঞানসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য-কর্মেটি বাস্তবায়নের পথ বেয়েই আমাদের গড়তে হবে কৃত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ।
০৩. অন্যদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কিনে আমরা প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে পারব না- এ বিষয়টি মাধ্যম রাখতে হবে।
০৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য নিজস্ব গবেষণা উদ্যোগ জোরদার করতে হবে।
০৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় বাজেট বরাদ্দ ব্যাপক বাড়াতে হবে।
০৬. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়ার নেতিবাচক প্রবণতা ঠেকাতে হবে।
০৭. ডিজিটাল বাংলাদেশের ছিটশীল পলচাচাণ অব্যাহত রাখার জন্য চাই নিজস্ব দক্ষ আইসিটি জনবল।
০৮. ডিজিটাল তৎকালেবকে শুধু মোবাইল ফোন আর কমপিউটারকেন্দ্রিক রাখলে চলবে না।
০৯. এখন সব সেবার সুযোগ বড়তে হবে, যাতে প্রায়ের পরিব মানুষকে সহজে গ্রহণ করতে পারে।
১০. সরকার ইটারনেট ব্যান্ডউইডথের দাম কমালে, তৎক প্রকৃত্তিক ব্যবহারকরীরা যেমো উপকৃত হয়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।
১১. উচ্চশিক্ষায় শিকিত ও প্রশিক্ষিত দক্ষ আইসিটি শিক্ষার্থী গড়ে তুলতে হবে।
১২. প্রযুক্তি উদ্ভাবনামূলক উদ্যোগে সরকারি সহযোগিতা বাড়াতে হবে।

-তবেই না হবে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ', সেই সাথে 'বিজ্ঞানসমৃদ্ধ বাংলাদেশ'।